ইসলামের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডারবাদ: ভয়াবহতা ও সচেতনতা

আলোচক: মুফতি জিয়াউর রহমান

বয়ানের তারিখ: ১লা ডিসেম্বর, ২০২৩

১৬ জমাদাল উলা, ১৪৪৫ হিজরি। জুমু'আবার।

সূচিপত্র

জুমু'আর বয়ান

ইসলামের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডারবাদ: ভয়াবহতা ও সচেতনতা

আলোচক: মুফতি জিয়াউর রহমান

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً

بَارَكَ اللهُ لَنا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعنا وَاِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ.

মুহতারাম হাযেরীন! আজ আপনাদের সামনে বিশ্বব্যাপী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা মানবসভ্যতা বিরোধী ও অবক্ষয় ফিতনা ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের ভয়াবহতা ও অপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ!

ইসলামের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডারবাদ: ভয়াবহতা ও সচেতনতা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুই জাতে ভাগ করেছেন। এক জাত পুরুষ আরেক জাত নারী। অন্যভাবে বললে আল্লাহ তাআলা জেন্ডার তথা লিঙ্গকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। পুরুষ লিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ।

আল্লাহর এই নিয়ম ও সিস্টেম শুধু মানুষের ক্ষেত্রে যে তা নয়, বরং সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেও একই সিস্টেম। অন্যান্য প্রাণীও দুইভাগে বিভক্ত। পুরুষ জাতি ও নারী জাতি।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

অর্থ: আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া (পুরুষ ও নারী রূপে) সৃষ্টি করেছি। (সূরা আন-নাবা ৮)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন-

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً

অর্থ: হে লোক সকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা আন-নিসা: ১)

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى

অর্থ: এবং (শপথ) সেই সত্তার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আল-লাইল: ৩)

উপরের আয়াতসমূহ থেকে বোঝা গেলো মানুষ কেবল দুটি জাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। হয়ত পুরুষ জাত, নয়ত নারী জাত। এর বাইরে তৃতীয় আর কোনো লিঙ্গ বা জাত নেই।

হিজড়া ও তৃতীয় লিঙ্গ

হিজড়া মানে লিঙ্গ প্রতিবন্ধী। মানুষ অন্যান্য অঙ্গের ক্ষেত্রে যেমন প্রতিবন্ধী হয়, লিঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধী হয়। জন্মের পর যার মধ্যে উভয় লিঙ্গের আলামত পাওয়া যায় তাকে খুনসা বা হিজড়া বলে।

হিজড়াদেরকে তৃতীয় লিঙ্গ বলা হয়। অথচ কথাটা ভুল। তৃতীয় লিঙ্গ বলতে পৃথক কোনো লিঙ্গ নেই। হয়ত পুরুষ না হয় নারী। কুরআন সেটা সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছে। তৃতীয় লিঙ্গ বলে একটা বৈষম্য তৈরি করে তাদের সমাজচ্যুত করার পেছনে অন্যতম দায় আমাদের অজ্ঞতা।

উপরের কুরআনের বক্তব্য থেকে বোঝা গেলো লিঙ্গ দুটিই। হিজড়ারাও দুই লিঙ্গের মধ্যে যে কোনো একটির আওতায় পড়ে। হয়ত পুরুষ কিংবা নারী। লিঙ্গ অপূর্ণাঙ্গ হওয়ার কারণে তারা শারীরিকভাবে লিঙ্গ প্রতিবন্ধী। সমাজের কাছে হিজড়া হিসেবে পরিচিত। কিন্তু মৌলিকভাবে তারা যে কোনো একটি লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলাম হিজড়া সমাজের অধিকার নিশ্চিত করেছে

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টির সেরা এবং সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার আসন দান করেছেন। তিনি বলেন-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

অর্থ : আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি। স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদের উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি। আর আমি অন্য যতকিছু সৃষ্টি করেছি তার অধিকাংশের উপরই তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৭০)

সুতরাং নারী-পুরুষ আর হিজড়া সকলেই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির সেরা জীব। কাজেই হিজড়াদেরকে ভিন্ন চোখে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম কোনো ব্যক্তির প্রতি কোনো প্রকার বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না। কাউকে সমাজের অপ্রয়োজনীয় উপাদান মনে করে না।

তো সে যদি বালেগ হওয়ার আগে ছেলেদের মতো প্রস্রাব করে, কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর মুখে দাড়ি ওঠে, পুরুষের ন্যায় স্বপ্নদোষ হয় কিংবা নারীর সঙ্গে মেলামেশার যোগ্য হয়ে যায়, তাহলে তাকে পুরুষ হিসেবে গণ্য করা হবে। তার বিধান ছেলেদের মতো হবে। ত্যাজ্য সম্পত্তিতেও ছেলেদের অংশ তাকে দেয়া হবে।

আর যদি সে মেয়েদের মতো প্রস্রাব করে, বালেগ হওয়ার পর স্তন উঁচু হয়ে ওঠে কিংবা ঋতুস্রাব চলে আসে, তাহলে তাকে মেয়েদের হুকুমে গণ্য করা হবে। মেয়ে গণ্য করে ত্যাজ্য সম্পত্তিতে মেয়েদের অংশ দেয়া হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন-

عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث فقال النبي صلى الله عليه و سلم يورث من حيث يبول.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো এক গোত্রের নবজাতকের মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যে নারী-পুরুষ কোনোটিই নয়। উত্তরে তিনি বললেন, তার প্রস্রাবের পথকে কেন্দ্র করে তার মীরাস প্রাপ্তির বিষয়টি নির্ণিত হবে। (সুনানে বাইহাকী কুবরা ৬/২৬১)

أن عليا رضي الله عنه سئل عن المولود لا يدري أرجل أم امرأة فقال علي رضي الله عنه يورث من حيث يبول.

অর্থ : হযরত আলী রাযি. কে যে নবজাতকের নারী-পুরুষ হওয়ার বিষয় স্পষ্ট নয় তার সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এমন শিশুর প্রস্রাবের অবস্থা নির্ণয় করে বিধান আরোপিত হবে। (সুনানে বাইহাকী কুবরা; হা.নং ১২২৯৪, মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং-১৯২০৪)

খুনসা মুশকিল বা জটিল হিজড়া

আর যদি জটিল হিজড়া হয়। কোনো আলামতই স্পষ্ট না হয়। বা উভয় আলামত সমান সমান হয়, যার কারণে তার লিঙ্গ নির্ধারণ করা কঠিন হয়। ছেলে না মেয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা না যায়, তাহলে তাকে খুনসা মুশকিল তথা জটিল হিজড়া বলা হয়। এরাও যে কোনো একটি জেন্ডারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জেন্ডার নির্ধারণে জটিলতার কারণে তাদেরকে খুনসা মুশকিল বা জটিল হিজড়া বলে।

এমন হিজড়ার সংখ্যা খুবই কম। এক জরিপ মতে দেশের মোট জনসংখ্যার ০০.১৮% খুনসা বা হিজড়া। বাকি ৯৯.৮২% স্বাবাভিক জেন্ডার সম্পন্ন। এই ০০.১৮%-এর মধ্যে জটিল হিজড়ার সংখ্যা তো অতি নগন্য।

এমন হিজড়ার উত্তরাধিকার হওয়া তথা ত্যাজ্য সম্পত্তি প্রাপ্তির ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অন্যের চাইতে তার জন্য অপেক্ষাকৃত কম অংশ দেয়া হবে।

যেমন কোনো ব্যক্তি যদি এক ছেলে এবং এক খুনসা মুশকিল রেখে মারা যায়, তাহলে ছেলে দুই অংশ আর হিজড়া পাবে এক অংশ। আর যদি এক মেয়ে ও এক খুনসা মুশকিল রেখে মারা যায়, তাহলে মেয়ে আর খুনসার অংশ সমান সমান হবে।

فإن بال من الذكر فغلام، وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق، وإن استويا فمشكل»«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» 6/ 727

هذا قبل البلوغ (فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم) كما يحتلم الرجل (فرجل، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة»«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» 6/ 727

قال وإذا أخبر الخنثى بحيض أو مني أو ميل إلى الرجال أو النساء يقبل قوله ولا يقبل رجوعه بعد ذلك إلا أن يظهر كذبه «يقينا مثل أن يخبر بأنه رجل ثم يلد فإنه يترك العمل بقوله السابق اهـ»«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي

6/ 729

والأصل فيها أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يعطيه أخس النصيبين في الميراث احتياطاً فلو مات أبوه وتركه وابناً فللابن سهمان وله سهم ، ولو تركه وبنتاً فالمال بينهما نصفين فرضاً وردا. (هندية)

হিজড়াদের ব্যাপারে আমাদের দায়বদ্ধতা

হিজড়া সমাজের ব্যাপারে আমাদের দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। এরা ভাগ্যবিড়ম্বিত এক জাতি। এদের বাবা-মা, ভাই-বোন থেকেও নেই। যে কোনো শহরেই আমাদের আশপাশে কোনো বস্তিতে তারা সংঘবদ্ধভাবে থাকে। কিন্তু কাছে থেকেও যেন অনেক দূরে। নিজ দেশে থেকেও তারা পরবাসী।

আমাদের সমাজ এদেরকে অবহেলা, ঘৃণা, দূর! দূর! ছি! ছি! করা ছাড়া কিছুই দিতে পারে নি। পারে নি রাষ্ট্র তাদের পুনর্বাসনে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে। তাদের চাঁদাবাজির কারণে সবার বিরক্তি ও অতিষ্ঠের বিষয়টি আলোচিত হলেও আড়ালের অন্ধকার জগত সম্পর্কে খুব রাখার লোক নেই বললেই চলে।

সবচে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, তাদের ধর্মীয় অদ্ভুত বিশ্বাস ও রীতি-নীতি। তারা তো অবশ্যই মুসলিম নয়। কিন্তু তাদের ধর্ম বলতেও কিছু আছে কী না নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন।

অনেক আগের সমকাল পত্রিকার রিপোর্টটি পড়ুন-

মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এই ভাগ্যবিড়ম্বিত সন্তানদের ধর্ম আর যাই হোক ইসলাম যে নয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তারা অনেক হিন্দু রীতি-নীতিতে বিশ্বাস করে। তাই; যদিও তাদের কবর দেয়া হয় তবে তা একটু ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। প্রত্যেক হিজড়াকে কবর দেয়া হয় তারা যে বিছানায় থাকে তার নিচে। তবে বর্তমানে স্থান সংকুলানের কারণে অন্যত্রও কবর দেয়া হয়। কিন্তু কবর দেয়ার বিষয়টি খুবই বিষ্ময়কর। কবরে প্রথম লবন ঢালা হয় তারপর লাশ। তারপর দেয়া হয় ফুল এরপর লবন। পরে তারা একটা অদ্ভুত কা- করে; কবর দেয়ার পূর্বে সবাই মিলে লাশটি জুতা পেটা করে। এদের বিশ্বাস- এমন করা হলে সে আর কখনও হিজড়া হয়ে জন্ম নেবে না এবং তার সকল পাপ ধুয়ে-মুছে পরবর্তী জনমে সে পূর্ণ নারী বা পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারবে। *(দৈনিক সমকাল ২০/৩/০১৫ইং)*

দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, মুসলিম পরিবার ও সমাজ থেকে তারা বেরিয়ে গিয়ে আজ তাদের ধর্মের কোনো পরিচয় নেই। নাম-নিশানা নেই। তারা না জানে আল্লাহর পরিচয়, না রাখে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের জ্ঞান। না জানে কালিমা-নামায। আমরা ইসলামের ঠিকাদারি নিয়ে বসে আছি, কিন্তু তাদের কাছে দাওয়াত নিয়ে যেতে আমরা পারি না। সেই গরজটুকু অনুভব করি না। আমাদের জান্নাতের পথে এরা অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়ায় কী না, দায়িত্ববোধ থেকে সিরিয়াসলি ভাবা উচিত।

হিজড়া (Intersex) আর ট্রান্সজেন্ডার (রূপান্তরকামি) এক নয়

ট্রান্স মানে পরিবর্তন, জেন্ডার মানে লিঙ্গ। ট্রান্সজেন্ডার মানে লিঙ্গ রূপান্তর বা পরিবর্তন। নিজের পুরুষ আইডেন্টিটি পরিবর্তন করে নারী আইডেন্টিটি গ্রহণ করা। নারী আইডেন্টিটি পরিবর্তন করে পুরুষ আইডেন্টিটি গ্রহণ করার নাম হচ্ছে-টান্সজেন্ডার।

তারা হিজড়া নয়। তারা জন্মেছে সুস্থ যৌনাঙ্গ নিয়ে। পুরুষ বা নারী হয়ে কিন্তু একটি সময়ে এসে নিজেকে বিপরীত লিঙ্গ মনে করে বা পরিচয় দেয়। তাদের দাবি হলো, মানুষের বায়োলোজিকাল যৌনাঙ্গ লিঙ্গ নির্ধারণ করে না বরং লিঙ্গ বা জেন্ডার একটি সামাজিক ধারণা। যে নিজেকে যেই জেন্ডার ভাবে সে তা-ই। বাস্তবে লিঙ্গ যাই হোক।

অনেকে সার্জারী বা হরমোন ট্রিটমেন্ট করে পরবর্তীতে নিজেকে বদলানোর চেষ্ঠা করে (যদিও সার্জারীর পরও কখনো কার্যকর বিপরীত লিংগ অর্জন সম্ভব নয়, অর্থাৎ ট্রান্সমেয়ে গর্ভধারণে অক্ষম এবং ট্রান্সছেলে বীর্যপাতে অক্ষম, শুধু বাহ্যিক অঙ্গের গঠন সার্জারী করে বসিয়ে দেয়া হয়)। এবং ওদের মতে সার্জারী ট্রিটমেন্ট না করলেও কেউ মুখে দাবী করলেও তাকে মেনে নিতে হবে।

পশ্চিমারা হিজড়া (Intersex) আর ট্রান্সজেন্ডারকে (রূপান্তরকামি) একটা মতবাদে রূপ দেওয়ার কারণে আজ এই বিকৃত চিন্তা ও রুচির নাম দেয়া হয়েছে ট্রান্সজেন্ডারবাদ। কিন্তু এটা আর পশ্চিমে থাকে নি। আমাদের দেশেও আমদানি করা হয়েছে। এবং আইনি ভিত্তি দেওয়ার জোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ বা লিঙ্গ রূপান্তকামিতার প্রথম ধাপ হলো- কোনো পুরুষের যদি নিজেকে নারী মনে হয়, তাহলে সে একজন নারী। সেই পুরুষ শারীরিকভাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক হোক, সন্তানের বাপ হোক, কিছু যায় আসে না।

একইভাবে কোনো নারীর নিজেকে যদি পুরুষ মনে হয়, তাহলে সে পুরুষ। যদিও তার ঋতুস্রাব হয়, গর্ভবতী হয়। নারীর সকল আলামত তার মধ্যে থাকুক না কেন।

শুধু 'মনে হয়' এর উপর ভিত্তি করে আজ একটা অভিশপ্ত মতবাদ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা স্কুলগুলোতে আজ তা-ই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। আমাদের দেশেও এমন বস্তাপচা, ঘৃণ্য ও পাগলামি মতবাদ আমদানির চেষ্টা করা হচ্ছে জোরেশোরে।

এটির চূড়ান্ত ধাপ হচ্ছে, মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন থেকে বাস্তবে পরিণত হওয়া। একজন পুরুষ আল্লাহ প্রদত্ত দানের উপর নাখোশ হয়ে সার্জারির মাধ্যমে নারীতে রূপান্তরিত হওয়া কিংবা একজন নারী আল্লাহ প্রদত্ত দানের উপর নাখোশ হয়ে সার্জারি করিয়ে পুরুষে পরিণত হয়ে যাওয়া।

এই মতবাদটি যে ঘৃণ্য, নিষিদ্ধ, অবৈধ, পরিত্যাজ্য তার জন্য শরীয়তের বিধান জানবার আগেও সুস্থ-স্বাভাবিক রুচি ও বিবেকই বলে দেবে।

মূলত এর পেছনেও রয়েছে আরেক ভয়ঙ্কর অপরাধপ্রবণতাকে নরমাল করার পাঁয়তারা। সেটি হচ্ছে, সমকামিতা নামক অভিশপ্ত কাজকে সামাজিক ও আইনি বৈধতা দানের সুদূরপ্রসারী মিশন।

হিজড়াদের শারীরিক ব্যতিক্রম আল্লাহ তাআলার দেয়া। যেখানে তাদের নিজেদের কোনো ক্ষমতা নেই। নিজেদের হাত নেই। অপরদিকে ট্রান্সজেন্ডারদের শারীরিক কোনো ব্যতিক্রম নেই। তারা হয়ত পুরুষ কিংবা নারী। কিন্তু পুরুষ হয়েও মনের দিক থেকে নিজেকে নারী ভাবে। কিংবা নারী হয়েও মনের দিক থেকে নিজেকে পুরুষ ভাবে। এর ভিত্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা, প্রতারণা ও প্রবৃত্তির চাহিদার উপর।

এরপর যাদের সম্ভব হয় সার্জারির মাধ্যমে তারা লিঙ্গ পরিবর্তন করে ট্রান্সজেন্ডারের চূড়ান্ত ধাপে প্রবেশ করে। কিংবা মনে মনে নিজেকে আল্লাহ প্রদত্ত আপন জেন্ডারের উল্টোটা ভেবে নিজেকে পুরুষ হয়ে নারী দাবি করে। নারী হয়ে পুরুষ দাবি করে। এরপর সমকামিতার অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

হিজড়া আর নিষিদ্ধ ট্রান্সজেন্ডারের মধ্যে ১০টি মৌলিক পার্থক্য

১. হিজড়া জন্মগত ত্রুটি। ল্যাবটেস্ট করে জেনেথিক সমস্যার বিষয়টি প্রমাণ করা যায়।

২. ট্রান্সজেন্ডার এটি মানসিক অবস্থা। যার সাথে জন্মগত লিঙ্গের কোনো সম্পর্ক নেই। ল্যাবটেস্ট করে প্রমাণ করা যায় না। স্বঘোষিত পরিচয় (self-identified) ধারণ করে। একটি ছেলে বা মেয়ে নিজেকে 'ভুল দেহে' আটকা পড়েছে মনে করে।

৩. হিজড়া হওয়া খুবই অস্বাভাবিক ও বিরল ঘটনা। প্রতি ৫ হাজার জনে একজন হিজড়া হতে পারে।

৪. হিজড়া হওয়া একটি শিশু অস্পষ্ট বাহ্যিক প্রজনন অংগ নিয়ে জন্মাতে পারে। কারোর ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি, এমনকি ২০/২৫ বছর বয়সেও শারীরিক পরিবর্তন হতে পারে।

৫. ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার ক্ষেত্রে হরমোন বা সার্জারি করে ট্রান্সজেন্ডার হলো কী না, তা মুখ্য নয়। বরং এই আইডেন্টিটি প্রকাশিত হতে পারে নাম পরিবর্তন করে। যেমন পুরুষ থেকে নারীর নাম ধারণ করে। কিংবা নারী থেকে পুরুষ নাম ধারণ করে। পোশাক পরিবর্তন, মেকআপ করা, নেইল পলিস, চুল মেয়েদের মতো লম্বা করে রাখে।

৬. হিজড়াদের কেউ কেউ অবিকল মেয়ে হয়ে বড় হতে থাকে। কিন্তু বড় হওয়ার পর এমনকি বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন দেখা যায় তার ঋতুস্রাব হচ্ছে না, তখন বোঝা যায় আসলে সে লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হিজড়া।

৭. সার্জারি করে ট্রান্সজেন্ডার হয়ে জড়ায়ু বানানো যায় না। আবার কার্যকরি পুরুষাঙ্গও তৈরি করা যায় না, যার দ্বারা প্রজনন ক্ষমতা তৈরি হয়।

৮. হিজড়ারা জন্মগতভাবেই সন্তান জন্ম দিতে পারে না। কিন্তু ট্রান্সজেন্ডাররা সার্জারির আগে সন্তান জন্মদানের আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা রাখে।

৯. গবেষণায় দেখা গেছে ২০% ট্রান্সজেন্ডার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করে বাহ্যিক নারী বা পুরুষের মতো কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেও বাস্তবে ১৮% ট্রান্স নারীর পুরুষাঙ্গ থাকে। তেমনিভাবে ট্রান্স পুরুষের যোনি থাকে।

১০. ট্রান্সজেন্ডাররা মূলত সমকামি হয়ে থাকে।

ট্রান্সজেন্ডারের শরয়ী বিধান

সম্মানিত মুসল্লিয়ান!

আমরা এখন ট্রান্সজেন্ডারের শরয়ী বিধানের আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ!

ট্রান্সজেন্ডারের প্রথম ধাপ শুধু মনের দিক থেকে আল্লাহ প্রদত্ত জেন্ডার থেকে নিজেকে বিপরীতটা চিন্তা করা ও পুরুষ হলে নিজেকে নারী মনে করা আর নারী হলে নিজেকে পুরুষ মনে করা বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা ও বিধান আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ!

সম্মানিত হাজেরীন! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাকে পুরুষ বানিয়েছেন, তাকে পুরুষের মন-মানসিকতা দিয়েছেন। আর যাকে নারী বানিয়েছেন, তাকে নারীর মনমানসিকতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। বড় হবার পর একজন পুরুষ মনের দিক থেকে নারী আর একজন নারী মনের দিক থেকে পুরুষ হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً

অর্থ: হে লোক সকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা নিসা: ১)

يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا، اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

অর্থ: তিনি যাকে চান কন্যা সন্তান দেন এবং যাকে চান পুত্র সন্তান দেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (সূরা শুরা: ৪৯-৫০)

সুতরাং বোঝা গেলো নারী-পুরুষ হওয়া আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা এবং এখতিয়ারাধীন বিষয়। ট্রান্সজেন্ডার মতবাদটাই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া। যা মহান স্রষ্টার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল।

ট্রান্সজেন্ডারবাদে যেসকল সমস্যা

১- একটা ছেলে মনে মনে নিজেকে নারী ভাবলে ও দাবি করলে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র যদি তার সেই ভাবনা ও দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে নারী সমাজের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে, তাহলে অনেক ফিতনার জন্ম দেবে।

শুধু ভাবনার উপর ভিত্তি করে ছেলেকে মেয়ে গণ্য করলে প্রকৃত মেয়েরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। ইজ্জত হুমকির মুখে পড়বে। যেমন একটা ট্রান্সজেন্ডার ছেলে হয়েও নিজেকে মেয়ে দাবি করল। কর্তৃপক্ষ যদি তাকে মেয়েদের হোস্টেলে দিয়ে দেয়, তাহলে অবস্থা কী দাঁড়াবে? বিচ্ছিরি অবস্থা সৃষ্টি হবে। বিব্রতকর ও ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।

২- ছেলে হয়েও নিজেকে মেয়ে দাবি করা ট্রান্সজেন্ডার লোকটি মেয়েদের বাথরুম-টয়লেট ব্যবহার করবে। যা আরেকটি বাজে ও বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে।

৩- ব্যভিচার। ছেলে হয়েও নিজেকে মেয়ে দাবি করা ট্রান্সজেন্ডার লোকটি মেয়েদের সঙ্গে সহজেই বাজে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হবে। মেয়েদের সম্ভ্রম ও চরিত্র হননের মোক্ষম সুযোগ গ্রহণ করবে। অনায়াসে অপরাধে জড়িয়ে পড়বে।

৪- সমকামিতা। একইভাবে ছেলে হয়েও নিজেকে মেয়ে দাবি করা ট্রান্সজেন্ডার লোকটি আরেক ছেলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করবে। যা ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত সমকামিতা হিসেবে পরিগণিত। সমকামি বিয়ে বৈধ মনে করবে। হারামকে হালাল মনে করবে। এর কারণে মানুষের ঈমান চলে যাবে।

অতীতের অভিশপ্ত সমকামি জাতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَآئِثَ

অর্থ: আমি লূতকে হিকমত ও ইলম দিয়েছিলাম এবং এমন এক জনপদ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, যার অধিবাসীরা এক কদর্য কাজ (সমকামিতা) করত। বস্তুত তারা ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট, নাফরমান সম্প্রদায়। (সূরা আম্বিয়া: ৭৪)

৫- ছেলে হয়েও নিজেকে মেয়ে দাবি করা ট্রান্সজেন্ডার লোকটি মেয়ের বেশভূষা গ্রহণ করবে। যার ব্যাপারে হাদিসে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে। অভিশাপ্ত হওয়ার আলোচনা করা হয়েছে।

একজন প্রকৃত পুরুষ যদি কথিত ট্রান্সজেন্ডার হয়ে নারীদের মতো চুল লম্বা করে, বেনী করে, হাতে চুড়ি পরে, কানে দুল পরে, শাড়ি পরে তখন সেটা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ। এভাবে একে অন্যের সাদৃশ্য গ্রহণের ব্যাপারে হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে। ইরশাদ হয়েছে-

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

অর্থ: রাসূল ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন কারী পুরুষ এবং পুরুষদের সদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীদেরকে। (সহীহ বুখারী: ৫৮৮৫)

يقول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (10/332، ط دار المعرفة): «قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قلت: وكذا في الكلام والمشي

অর্থ: এই হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. লিখেন- তাবারী বলেন: এর অর্থ হচ্ছে, পুরুষের জন্য নারীর সঙ্গে সাদৃশ্য হয় এমন পোশাক পরা জায়েয নয়। এবং যেসব সাজসজ্জার উপকরণ নারীদের জন্য নির্দিষ্ট তা পুরুষের জন্য ব্যবহার করা জায়েয নয়। একইভাবে নারীর জন্য পুরুষের পোশাক ও সাজসজ্জা গ্রহণ জায়েয নয়। আমি বলি- একইভাবে কথা বলা ও চালচলনে একে অপরের সাদৃশ্য গ্রহণ জায়েয নয়। (ফাতহুল বারী: ১০/৩৩২)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

অর্থ: রাসূলুল্লাহ ﷺ ওই পুরুষদের লানত করেছেন, যারা নারীদের ন্যায় পোশাক পরে এবং ওই নারীদের লানত করেছেন, যারা পুরুষদের ন্যায় পোশাক পরে। (আহমদ: ৮৩০৯, আবু দাউদ: ৪০৯৮)

গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, যেখানে পুরুষরা নারীদের এবং নারীরা পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, লা'নত বর্ষণ করা হয়েছে, সেখানে সরাসরি জেন্ডার তথা লিঙ্গ পরিবর্তন করা কতটুকু ভয়াবহ বিষয় ও জঘন্য হারাম, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে!

৬- ছেলে হয়েও নিজেকে মেয়ে দাবি করা ট্রান্সজেন্ডার লোকটি মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মিশবে। যার কারণে পর্দার মতো ফরয বিধান লঙ্ঘন ও উপেক্ষা করা হবে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

অর্থ: মুমিন পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য শুদ্ধতর। তারা যা-কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত। এবং মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজেদের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে...। (সূরা নূর: ৩০-৩১)

৭- সার্জারি করে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার সময় সতর খুলতে হবে। লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করতে হবে। যা একান্ত প্রয়োজন ছাড়া হারাম। আর ট্রান্সজেন্ডার হওয়া প্রয়োজন তো নয়ই। বরং এটি প্রবৃত্তির অনুসরণ ও শয়তানি কাজ বৈ কিছু নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لاَ تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ

অর্থ: কোন নারী যেন অপর নারীর লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়। একইভাবে কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়। (তিরমিযী: ২৭৯৩)

অপর হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ

অর্থ: স্বেচ্ছায় নারীকে দর্শনকারী পুরুষ ও স্বেচ্ছায় প্রদর্শনকারিণী নারী উভয়ের ওপর আল্লাহ তাআলার লা'নত (অভিশাপ)। (বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান: ৭৩৯৯)

৮- ছেলে হয়েও নিজেকে মেয়ে দাবি করা ট্রান্সজেন্ডার লোকটি সারাজীবন মিথ্যা বলে যাবে। ধোকার উপর তার জীবন পরিচালনা করবে। আর মিথ্যা ও ধোকা দুনিয়ার বিচারেও অপরাধ, আল্লাহর বিচারেও মারাত্মক গোনাহ। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ তাআলার লা'নত।

কুরআনে বলা হয়েছে-

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ

অর্থ: মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ তাআলার লা'নত। (সূরা আলে ইমরান: ৬১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

অর্থ: তোমরা মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাকো। মিথ্যা পাপাচারের পথ দেখায়, আর পাপ জাহান্নামের দিকে পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে সচেষ্ট থাকে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাকে বড় মিথ্যুক বলে লেখা হয়। (বুখারী: ৬০৯৪, মুসলিম: ২৬০৭)

৯. চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেবে। নারী কোঠায় পুরুষ প্রতিযোগি এসে পরীক্ষা দিয়ে চাকরিতে জয়েন করতে চাইবে। নিজে পুরুষ হয়ে নারী দাবির কারণে।

যারা নিজেকে ভিন্ন লিঙ্গের ভাবে তাদের করণীয়

নিজেকে নিজের থেকে ভিন্ন লিঙ্গের ভাবার চিন্তা আসতে পারে। তবে এটিকে মনের ভেতর জায়গা দেয়া যাবে না। মেয়ে হয়েও যারা নিজেকে পুরুষ ভাবে, কিংবা ছেলে হয়েও নিজেকে যারা নারী ভাবে, তাদের জন্য করণীয় হলো-

এক. তারা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে। কারণ এটি শয়তানি ওয়াসওয়াসা।

দুই. আল্লাহ আপনাকে যা বানিয়েছেন, সেই ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা। কোনোভাবেই অন্তুষ্টি প্রকাশ না করা।

তিন. শরয়ী রুকইয়াহ করালেও ভালো ফল পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

চার. এরকম বিকৃত চিন্তার লোকদের থেকে নিজেকে দূরে রাখা। তাদের সংস্পর্শে না যাওয়া।

পাঁচ. অজ্ঞতা দূর করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর ইলম অর্জন করতে হবে।

ছয়. সঠিক ও কার্যকর কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে চিন্তার এই অস্বাভাবিক বিকৃতি থেকে ফিরিয়ে আসা সম্ভব।

সাত. বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও যুগসচেতন আলেম-উলামার সান্নিধ্যে গিয়ে নিজের ওয়াসওয়াসা দূর করা।

আট. বিয়ে না করে থাকলে দ্রুত বিয়ে করে নিতে হবে।

সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন ও বিকৃতির ভয়াবহতা

মুহতারাম মুসল্লিয়ান!

এখন আমরা আলোচনা করব ট্রান্সজেন্ডারের চূড়ান্ত ধাপ আল্লাহ প্রদত্ত জেন্ডার পরিবর্তন করে সার্জারির মাধ্যমে ভিন্ন জেন্ডার গ্রহণ করা নিয়ে। অর্থাৎ ছেলে হলে অস্ত্রোপচার করে মেয়েতে পরিণত হওয়া এবং মেয়ে হলে অস্ত্রোপচার করে ছেলেতে রূপান্তরিত হওয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছু ধারণা দেবার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ!

এই জঘন্য কাজের গোনাহ ও পরকালীন ক্ষতি কী কী? জাগতিক তথা শারীরিক ক্ষতি কী কী? শেষ বয়সের পরিণতি কী হবে? এসব বিষয় সম্পর্কে যদি ওই সকল শয়তান ও প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হওয়া লোকগুলো জানত ও গভীরভাবে অনুধাবন করত, তাহলে ভুলেও এমন গা ছিমছিম করা ঘৃণ্য কাজের কথা চিন্তা করত না।

সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন ও বিকৃতির ভয়াবহতা

একজন পুরুষ যখন 'লিঙ্গ পরিবর্তন' করে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার মানে হলো, অপারেশন করে তার বুকে কৃত্রিম স্তন বসানো হবে, তার অণ্ডকোষ কেটে ফেলে দেয়া হবে, পুরুষাঙ্গ কেটে দিয়ে উল্টো করে ছিদ্র তৈরি করা হবে।

নারীদের ক্ষেত্রে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' করে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার অর্থ হলো, তার স্তন কেটে ফেলে দেওয়া, শরীর থেকে জড়ায়ু এবং গর্ভধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য অংশ কেটে ফেলে দেওয়া। তারপর হাতের কব্জি বা কিংবা পা থেকে কিছু মাংসপেশি নিয়ে কৃত্রিমভাবে একটি 'পুরুষাঙ্গ' তৈরি করা।

কী বিচ্ছিরি অবস্থা! বিকৃত রুচি আর বিকৃত মস্তিষ্কের কী ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত!

আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনা জঘন্যতম গোনাহ ও অপরাধ। মহান স্রষ্টার সৃষ্টির সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করার শামিল। ট্রান্সজেন্ডাররা আল্লাহর দেওয়া অঙ্গ পরিবর্তন করে ভিন্ন অঙ্গ ও রূপ ধারণ করে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে বিদ্রোহ করল। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন আনা জঘন্যতম অপরাধ। আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَاَقِمۡ وَجۡهَکَ لِلدِّیۡنِ حَنِیۡفًا ؕ فِطۡرَتَ اللّٰهِ الَّتِیۡ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیۡهَا ؕ لَا تَبۡدِیۡلَ لِخَلۡقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِکَ الدِّیۡنُ الۡقَیِّمُ ٭ۙ وَلٰکِنَّ اَکۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ.

অর্থ: সুতরাং তুমি নিজ চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে এই দ্বীনের অভিমুখী রাখ। আল্লাহর সেই ফিতরত অনুযায়ী চল, যে ফিতরতের উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। এটাই সম্পূর্ণ সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (সূরা রুম: ৩০)

যারা শয়তানকে বন্ধু বানায় কুরআনে কারিমে তাদেরকে দুনিয়া-আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেখুন শয়তান কী বলে-

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

অর্থ: এবং আমি তাদেরকে সরল পথ হতে নিশ্চিতভাবে বিচ্যুত করব, তাদেরকে (অনেক) আশা-ভরসা দেব এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা চতুষ্পদ জন্তুর কান চিরে ফেলবে এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু বানায়, সে সুস্পষ্ট লোকসানের মধ্যে পড়ে যায়। (সূরা নিসা: ১১৯)

কুরআনের এই আলোচনা ভঙ্গি থেকে বোঝা যায় সৃষ্টির মধ্যে বিকৃতি সাধন শয়তান করায়। সুতরাং ট্রান্সজেন্ডাররা যে শয়তান দ্বারা চালিত তা সহজেই অনুমেয়। নতুবা এমন অরুচিকর বিকৃত চিন্তা তাদের বিবেক সায় দিত না।

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ النُّهْبَى والمُثْلَةِ

অর্থ: নবী কারিম ﷺ লুটতারাজ করতে এবং প্রাণীকে (মুসলাহ) বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ বুখারী: ২৩১২)

যেখানে নাক, কান কাটা শরীর বিকলাঙ্গ করার অর্থ বোঝায়, সেখানে স্তন কেটে ফেলা, লিঙ্গ কর্তন করা এসব কর্মকাণ্ড তো অগ্রাধিকারভিত্তিতে মুসলাহ তথা বিকলাঙ্গ করার নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى.

অর্থ: আল্লাহ তাআলা লা'নত করেন এমন সব নারীর ওপর যারা অপরের অঙ্গে উল্কি করে এবং নিজের অঙ্গেও করায়, যারা (ভ্রু বা কপালের নিচের) চুল উপড়িয়ে ফেলে এবং তারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু ও ফাঁক বড় করে আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলিয়ে দেয়। (বুখারী: ৪৮৮৬, মুসলিম: ২১২৫)

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় শায়খুল ইসলাম তাকী উসমানী দা.বা. লিখেন-

والحاصل أن كل ما يفعل من زيادة أونقص من أجل الزينة بما يجعل الزيادة أو النقصان مستمرا مع الجسم وبما يبدو منه مستمرا مع الجسم وبما يبدو منه أنه كان فى أصل الخلقة هكذا فانه تلبيس وتغيير منهى عنه

অর্থ: মোটকথা, দেহের প্রত্যেক ওই কাজ বৃদ্ধি হোক বা হ্রাস হোক সৌন্দর্যের জন্য হলে এবং শরীরের সঙ্গে তা স্থায়ী হলে এবং শরীরের মূল অঙ্গ হিসেবে প্রকাশ পেলে এটাই আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনার নিষিদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত। (তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম: ৪/১৯৫)

লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হিজড়াদের সার্জারির দুটি বৈধ পদ্ধতি

১. কোনো পুরুষের শরীরে যদি মেয়েলি কিছু আলামত থাকে। অথচ বাস্তবে সে একজন পুরুষ। কিংবা কোনো নারীর শরীরে যদি পুরুষালি কিছু আলামত থেকে যায়। অথচ বাস্তবে সে একজন নারী, তাহলে তা সার্জারি করে কিংবা ঔষধ ব্যবহার করে সেই আলামত বিলুপ্ত করা জায়েয আছে।

২. আর কোনো ব্যক্তির শরীরে যদি একইসঙ্গে নারী-পুরুষ দুই আলামত সমান সমানভাবে থাকে, তাহলে সার্জারি করে যে কোনো একটি গ্রহণ করা জায়েয আছে। কেননা একজনের শরীরে একসঙ্গে দুই আলামত থাকা দোষণীয়। (শায়খুল ইসলাম তাকী উসমানী দা.বা.। দারুল ইফতা দারুল উলূম করাচী। www.suffahpk)

উপরের বৈধ পদ্ধতি দুটি লিঙ্গ পরিবর্তন নয়, বরং মূল লিঙ্গ সংরক্ষণ বা সমান সমান দুটি লিঙ্গের যে কোনো একটি গ্রহণ করা উদ্দেশ্য। কিন্তু পুরুষ নারী হয়ে যাওয়া কিংবা নারী পুরুষ হয়ে যাওয়া কখনোই জায়েয নয়, সম্পূর্ণ হারাম। যা দলিলসহ উপরে আমরা আলোচনা করেছি।

অর্থাৎ সুস্থ-স্বাভাবিক ব্যক্তির জন্য অস্ত্রোপচার করে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করে অস্বাভাবিক হওয়া হারাম। কিন্তু শরীরে অস্বাভাবিক ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি অস্ত্রোপচার করে ত্রুটি দূর করে স্বাভাবিক হওয়া জায়েয আছে।

সার্জারির মাধ্যমে কী আসলেই পুরুষ নারী কিংবা নারী পুরুষ হয়ে যেতে পারে?

না, কখনোই তা সম্ভব না। একজন পুরুষ ট্রান্সজেন্ডার হয়ে নারী সত্তা তার মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হয় না। একইভাবে একজন নারী ট্রান্সজেন্ডার হয়ে পুরুষে রূপান্তরিত হতে পারে না। কেবল বাহ্যিক এবং কৃত্রিম লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারলেও পুরুষ রূপান্তরিত হয়ে সন্তান ধারণ ক্ষমতা তারমধ্যে নিয়ে আসতে পারে না। ঋতুস্রাব সম্পন্ন হতে পারে না।

নারী ট্রান্সজেন্ডার হয়ে সত্যিকার পুরুষে রূপান্তরিত হতে পারে না। কার্যকরী পুরুষাঙ্গ সম্পন্ন হতে পারে না কখনোই। বাস্তবতা এমনই।

ডাক্তারদের করণীয়

উপরে বৈধ দুটি পদ্ধতি ছাড়া ডাক্তার বা ডাক্তার সাহেবদের সহযোগিদের জন্য ট্রান্সজেন্ডার সার্জারিতে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। আমরা উপরের আলোচনা থেকে জেনেছি এটি একটি হারাম কাজ। আর হারাম কাজে অংশগ্রহণ করা, সহযোগিতা করাও হারাম। কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

ولاتعاونوا على الإثم والعدوان. (سورةالمائدة-٢)

অর্থ: এবং তোমরা গোনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না। (সুরা মায়িদাহ: ২)

মীরাস তথা ত্যাজ্যসম্পত্তি বণ্টনে জটিলতা

ট্রান্সজেন্ডারবাদ আল্লাহ তাআলার বিধান কার্যকরে জটিলতা ও অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। যেমন মীরাস তথা ত্যাজ্যসম্পত্তি বণ্টনে জটিলতা ও সমস্যা সৃষ্টি হয়।

কোনো লোক নিজেকে হিজড়া দাবি করে পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর যে লিঙ্গের আলামত তার মধ্যে প্রবল হবে, সে হিসেবে তার বিধান কার্যকর হবে। পুরুষালি আলামত প্রবল হলে পুরুষ। মেয়েলি আলামত প্রবল হলে মেয়ে। মীরাসে তার অংশও সেই আলোকে নির্ধারিত হবে।

কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার নিজের আসল জেন্ডার গোপন করে ভিন্ন জেন্ডার দাবি করার কারণে ত্যাজ্য সম্পত্তিতে তার অংশ নির্ধারণে জটিলতা দেখা দেবে। অনেক সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের হক নষ্ট করার মতো অবস্থাও তৈরি হবে। অথচ মীরাস আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত বণ্টন। এখানে নিজের ইচ্ছামাফিক কাউকে কম-বেশি করে দেয়ার সুযোগ নেই।

কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

অর্থ: তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না। (সূরা আল-বাকারা: ১৮৮)

ত্যাজ্য সম্পত্তিতে পুরুষ এবং নারীর অংশ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। কুরআনে বলা হয়েছে-

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

অর্থ: পুরুষদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায় আর নারীদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায়, চাই সে (পরিত্যক্ত) সম্পদ কম হোক বা বেশি। এ অংশ (আল্লাহর তরফ থেকে) নির্ধারিত। (সূরা নিসা: ৭)

জটিলতা সৃষ্টি হলেও ট্রান্সজেন্ডারদের মীরাস তাই দেয়া হবে, যা তারা লিঙ্গ পরিবর্তনের আগে ছিলো। পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত লিঙ্গের আলোকে নয়। আল্লাহ প্রদত্ত লিঙ্গের ভিত্তিতেই তারা উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন-

لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ

অর্থ: আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। (সূরা রুম: ৩০)

সার্জারি করে যা পরিবর্তন করা হয়, তা আসল পরিবর্তন নয়। বরং তা হচ্ছে কৃত্রিম রূপান্তর। এর আলোকে মীরাস বণ্টনের কোনো সুযোগ নেই। বরং তার জন্মগত জেন্ডারের আলোকেই সম্পত্তির অংশ পাবে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ এত শক্তিশালী কেন?

ট্রান্সজেন্ডারবাদের উত্থান মূলত পশ্চিমা বিশ্বের বিকৃত মানসিকতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা নামের অবাধ যৌনাচার, নারীবাদী আন্দোলন ও সমকামি আন্দোলন থেকে সৃষ্ট একটি বিকৃত রুচির মতবাদ। এই ধারণাকে একসময় অসুস্থতা হিসেবে দেখা হতো। বাস্তবেও এটি একটি মানসিক অসুস্থতা। এর চিকিৎসা ইসলামেও রয়েছে। চিকিৎসাশস্ত্রেও রয়েছে।

কিন্তু পশ্চিমা পৃষ্ঠপোষকতা, স্থানীয় কতিপয় এনজিও ও পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা এবং কতিপয় মিডিয়ার অতি-উৎসাহি ছত্রছায়ায় বাংলাদেশে এই মতবাদটি দিনদিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

পূঁজিবাদি চিন্তাধারা

চিকিৎসাশাস্ত্র, কতিপয় চিকিৎসক ও ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির একটা অংশ এতে জড়িত। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রচুর ব্যয়বহুল একটি সাবজেক্ট হচ্ছে, অস্ত্রোপচার করে ট্রান্সজেন্ডার হওয়া। বৈশ্বিক পূঁজিবাদের ব্যয়বহুল চিকিৎসার নতুন একটি সেকশন বাড়ল।

পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারবাদ

সামাজিকভাবে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে বৈধতা ও ইজি করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকে এই জিনিসটি নিয়ে আসা হয়েছে। উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের মাঝে বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণেরও অন্যতম প্রজেক্ট এটি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড NCTB সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ে ৫১-৫৬ নং পৃষ্ঠায় 'শরীফার গল্প' শিরোনামের লেখায় সরাসরি ট্রান্সজেন্ডারবাদের দীক্ষা দেয়া হয়েছে।

৫১ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফা বলছে,

আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে...।

এ গল্পে শরীফা নিজেই স্বীকার করছে, সে ছোটবেলায় ছেলে ছিল। কিন্তু যখন আস্তে আস্তে বড় হলো, তখন সেই শরীফ আহমেদই নিজেকে মেয়ে ভাবতে শুরু করলো এবং মেয়েদের মতো আচরণ করতে লাগলো। আর এটাই তার ভালো লাগে।

৫২ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফাকে একজন বলছে, "আমরা নারী বা পুরুষ নই। আমরা হলাম ট্রান্সজেন্ডার।"

৫৩ পৃষ্ঠায় এক শিক্ষার্থী বলছে, তার মা তাকে শিখিয়েছে, '...ছোটদের কোনো ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।'

মূলত নারী-পুরুষের আলাদা লিঙ্গ পরিচয়ের ধারণাকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মন থেকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে সপ্তম শ্রেণীর বইটির এই অধ্যায়ে। (ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ, আসিফ আদনান: ৩২-৩৩)

হো চি মিন ইসলাম

সম্প্রতি বগুড়ার হো চি মিন ইসলাম নামের ২৯ বছর বয়সী এক যুবক ভারত থেকে কৃত্রিমভাবে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত হয়ে এসেছে। বাংলাদেশে তাকে নিয়ে কতিপয় মিডিয়া ও সুশীল সমাজ উতি-উৎসাহি হয়ে ব্যস্ত আছেন। তার রূপান্তরকামিতার কাহিনী শুনার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানারকম আয়োজন করা হচ্ছে।

এমনকি ১০ অগাস্ট ২০২৩ বৃহস্পতিবার ট্র্যান্সজেন্ডার হো চি মিন গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে।

মূলত সুস্থ রুচিবিরুদ্ধ এই হারাম কাজকে স্বাভাবিকীকরণ ও প্রমোট করবার জন্য এমন অতি-উৎসাহ দেখানো হচ্ছে। যাতে অন্যরা ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। আমরা আগেও বলেছি, এর পেছনে অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, অবাধ ও বিকৃত যৌনাচার। আর যারা অশ্লীলতার প্রচার-প্রসার করে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কঠোর শাস্তির হুশিয়ারি।

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ–

অর্থ: যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা আন-নূর:১৯)

ট্রান্সজেন্ডার আইন পাশ হওয়ার পথে

২১ সেপ্টেম্বর ট্রান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইন-২০২৩-এর খসড়া উপস্থাপন করা হয়। এর মানে হলো, জঘণ্য এই আইনটি পাশ হওয়ার পথে। সরকারকে ভুল বুঝিয়ে কিছু ব্যক্তি ও সংগঠন এই আইন পাশ করতে চাচ্ছে। মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশে মুসলমানদের ঈমান-আকিদা বিরোধী, ইসলামের সঙ্গে সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিক এই ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুটি বাংলাদেশের মতো দেশে আমদানি করবার কোনো যুক্তি নেই।

পশ্চিমারা তো রুচি ও বিবেকবিবর্জিত অনেক কিছুই করে। এমনকি তাদের মধ্যে তো এখন কুকুর হওয়ার ঝোঁকও বাড়ছে। কুকুরের বেশভূষা ও কুকুরের মতো চলাফেরা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধকারী বিকৃত রুচির মানুষদের সংখ্যাও বাড়ছে। তাই তাদের সবকিছু আমাদের এই দেশে আনতে হবে, এমন গোলামি মনমানসিকতাসম্পন্ন মানুষরা এদেশের মানুষের বন্ধু নয় কখনোই।

এ আইনটি পাশ হলে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুটি বৈধতা পেয়ে যাবে। তখন আর প্রতিবাদের সুযোগ থাকবে না। প্রতিবাদ করলে জেল-জরিমানাও হতে পারে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের করণীয়

- বিষয়টি নিয়ে আমাদের সোচ্চার হতে হবে।
- সবার মাঝে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
- জুমার বয়ানে, ওয়াজ-মাহফিলে এটির শরয়ী নিষিদ্ধতার আলোচনা করতে হবে।
- এ বিষয়ের উপর পৃথক সভা-সেমিনারের আয়োজন করতে হবে।
- সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক মহলে বিষয়টির ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে এই আইনের খসড়ার বিরুদ্ধে পাল্টা লিখিত অভিযোগ পেশ করতে হবে।
- বাচ্চাদেরকে এরকম ভয়াবহ ফিতনা থেকে রক্ষার্থে পারিবারিক তা'লীম ও ঘরোয়া শিক্ষা বেগবান করা।
- দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জায়গায় জায়গায় ইসলামিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা।

তাহলে আশা করা যায় এ যাত্রা রক্ষা হবে জাতির। নতুবা পশ্চিমা আবর্জনা 'ট্রান্সজেন্ডার আইন' পাশ হলে এ জাতির অধঃপতনের আর কিছু থাকবে না।

হিজড়াদের অধিকার সুরক্ষা বনাম ট্রান্সজেন্ডারবাদ

বাংলাদেশে হিজড়া অধিকার সুরক্ষা আইন আছে। আমরা এর বিপক্ষে নই। তাদের পুনর্বাসন, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান তৈরি হোক, সম্মানজনক জীবনযাপন করুক- এটা আমরা চাই। এটাই ইসলামের শিক্ষা। ইসলাম অন্য সবার মতো তাদেরকেও ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অধিকার নিশ্চিত করেছে। নির্ধারিত অংশ দিয়েছে।

কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু হিজড়াদের মতো নয়। ট্রান্সজেন্ডাররা লিঙ্গ প্রতিবন্ধী নয়। তারা সুস্থ-স্বাভাবিক লিঙ্গের মানুষ। শুধু মনের চাহিদায় ভিন্ন লিঙ্গের বেশ ধারণ করতে চায়, যার মধ্যে অনেক সমস্যা, সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি ও ধর্মীয়ভাবে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি আমরা উপরের বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এই নিষিদ্ধ মতবাদের স্বীকৃতি দিলে পারিবারিক ও সামাজিক শালীনতা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হবে নিশ্চিতভাবে।

ট্রান্সজেন্ডার কর্তৃক বান্ধবী ধর্ষিণের ঘটনা

পুরুষ ব্যক্তি নিজেকে নারী ভাবলেও কার্যকরভাবে সে পুরুষই থেকে যায়। যার কারণে পুরুষ থেকে ট্রান্সজেন্ডার হওয়া লোকের দ্বারা ধর্ষণের ঘটনাও ঘটছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আলোচিত ট্রান্সজেন্ডার কর্তৃক ধর্ষণ ও মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

"সাবেক বান্ধবীকে ধর্ষণের পর হত্যা করার অপরাধে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো এক ট্রান্সজেন্ডার নারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার প্রাণঘাতী ইনজেকশন দিয়ে এ শাস্তি কার্যকর করা হয়।

জার্মানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৬ সালে সাবেক বান্ধবী বেভারলি গুন্থারকে হত্যার অভিযোগে অ্যাম্বার ম্যাকলাফলিনকে মৃত্যুদণ্ড দেয় মিসৌরির আদালত। দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পরও অ্যাম্বার ক্রমাগত উত্ত্যক্ত করতে থাকায় বেভারলি নিজের নিরাপত্তা চেয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাতেও তার শেষরক্ষা হয়নি। ২০০৩ সালে মিসিসিপি নদীর তীরে তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ধর্ষণের পর রান্নাঘরের ছুরি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে ফেলে রাখা হয় তাকে।

বিচারকরা সর্বসম্মতিক্রমে অ্যাম্বারলিকে দোষী সাব্যস্ত করলেও মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বিষয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। অচলাবস্থা কাটাতে একজন বিচারক তখন মিসৌরির বিশেষ আইন প্রয়োগের পক্ষে রায় দেন।

২০১৬ সালে অ্যাম্বারের মৃত্যুদণ্ড নিয়ে নতুন করে শুনানির আদেশ দেয় আদালত, তবে ২০২১ সালে কেন্দ্রীয় আপিল আদালত ২০০৬ সালের আদেশই বহাল রাখে।" (সূত্র: newsbangla24.com)

এ বছর (২০২৩) এর শুরুতে জেলখানায় এক ট্রান্সজেন্ডার নারী (জন্মগত পুরুষ) প্রকৃত নারীকে (রুমমেট) ধর্ষণের ইস্যুতে স্কটল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগে (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩) বাধ্য হোন। (সূত্র: দৈনিক কালবেলা, ১৫ নভেম্বর ২০২৩)

হৃদরোগের ঝুঁকিতে ৯৫ শতাংশেরও বেশি ট্রান্সজেন্ডার নারী

আলোকিত বাংলাদেশ-এর ২৫ নভেম্বর, ২০২৩-রিপোর্টটি পড়ুন।

"আলোকিত ডেস্ক: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) 'ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের ভয়াবহতা' শীর্ষক দুই ঘণ্টাব্যাপী একটি উন্মুক্ত পাঠচক্রের আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১০টায় চবির বুদ্ধিজীবী চত্বরে পাঠচক্রটি আয়োজিত হয়। এ সময় ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের সমস্যা-সম্ভাবনা নিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী সৈয়ব আহমেদ সিয়ামের সঞ্চালনায় পাঠচক্রে আলোচক ছিলেন দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, বিয়ে নারীকে নিরাপত্তা দেয়। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের ফলে নারীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। কোনো মেয়ে গর্ভবতী হলে এর কষ্ট পুরুষ পায় না। অন্যদিকে বৈবাহিক চুক্তির ফলে পুরুষকে নারীর প্রতি কর্তব্য নিশ্চিত করতে হয়। 'লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল ও ট্রান্সজেন্ডার' বা 'এলজিবিটি' মতবাদ বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ককে স্বাভাবিক করে। যা আমাদের মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সেক্স (লিঙ্গ) ও জেন্ডার দুইটি আলাদা বিষয়। সেক্স একটা বায়োলজিক্যাল ফর্ম। অপরদিকে জেন্ডার একটা সোশ্যাল কনস্ট্রাকশান। তিনি বলেন, ট্রান্সজেন্ডার মূলত একটি মানসিকবিষয়, যা 'জেন্ডার ডায়াসফোরিয়া' নামে পরিচিত। আমেরিকার জেন জেডদের (যাদের জন্ম ১৯৯৭-২০০২) ৪০ শতাংশ ট্রান্সজেন্ডার মতবাদে বিশ্বাসী। যা পরিবার ব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়। নারীর বিশেষায়িত অধিকারকে বিঘ্নিত করে। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জেন্ডার পরিবর্তনের পরে অনেকে আগের পরিচয় নিয়ে আফসোস করে। রিট্রানজিশন করতে না পেরে কষ্টে ভোগে। এসব নিয়ে আমাদের মাঝে খোলামেলা আলোচনা হওয়া উচিত।

সৈয়ব আহমেদ সিয়াম বলেন, হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার সম্পূর্ণ আলাদা দুইটি বিষয়। শব্দের ধোঁকায় হিজড়া ব্যানারে দেশে বিকৃত ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুটির বৈধতা আদায়ের চেষ্টা চলছে। হিজড়া একটি শারীরিক বিষয়। আর ট্রান্সজেন্ডার হলো সম্পূর্ণ মনের বিষয়। অদ্ভুত, বিকৃত এই মতবাদকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা হচ্ছে আমাদের সমাজে। দেশে ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামিতার বৈধতা প্রদানের চেষ্টা চলছে। সাথে সেকশন ৩৭৭ ধারাটি বাতিল করে সমকামিতা ও বিকৃত যৌনাচার বৈধ করার প্রচেষ্টা হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা এর সাথে পুরোপুরি দ্বিমত পোষণ করছি। আমরা মনে করি, দেশীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক এই মতবাদকে বৈধতা দেওয়া উচিত হবে না।

পাঠচক্রে অংশগ্রহণকারী ফাইন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ ইসতিয়াক হোসেন মজুমদার বলেন, বর্তমানে পাশ্চাত্যে নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার দাবি করা অধিকাংশ লোক অস্ত্রোপচার বা হরমোন সার্জারি করে না। মুখে বলা, নাম বদলানো, পোশাকে অল্পস্বল্প পরিবর্তন আনাই তাদের জন্য যথেষ্ট। এই মতবাদের অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে।

প্রথমত, এটি দেশীয় আইন ও মূল্যবোধের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক, যেটি সমকামিতাকে সমর্থন করছে।

দ্বিতীয়ত, উত্তরাধিকারের বিষয়ে রূপান্তরকামী নারী-পুরুষদের ভাগ-বাটোয়ারা আইনি জটিলতা এবং সামাজিক সহিংসতায় রূপ নিচ্ছে। তৃতীয়ত, নারীদের প্রণোদিত এবং সমাজের মূলস্রোতে পুরুষদের সঙ্গে এগিয়ে নিতে কোটাসহ বিশেষায়িত যত সুবিধা আছে সব জায়গায় রূপান্তরকামীদের অংশগ্রহণে প্রতিযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আরও বলেন, তাছাড়া রূপান্তরকামীদের মারাত্মক রকম স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। কেননা, নামক বিখ্যাত জার্নালে প্রকাশিত সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, হরমোন চিকিৎসা নেওয়া ট্রান্সজেন্ডার নারীদের ৯৫ শতাংশের হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি। যে গবেষণাটি ৫ বছর মেয়াদি ২৬৭১ ট্রান্সজেন্ডার নারীকে নিয়ে ডেনমার্কে স্টাডিটি পরিচালনা করেছিল।"

বয়ানের তারিখ:

১লা ডিসেম্বর, ২০২৩

১৬ জমাদাল উলা, ১৪৪৫ হিজরি। জুমু'আবার।